বাঙলার নারী

সিনে-ফিল্ম প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন—

'বাঙ্‌লার নারী'

রচনা ও পরিচালনা : শৈলজানন্দ

★

চিত্রশিল্পী : ধীরেন দে
শব্দযন্ত্রী : শিশির চ্যাটার্জ্জী
শিল্প-নির্দ্দেশক : সত্যেন রায়চৌধুরী
স্থির-চিত্রশিল্পী : গোপাল চক্রবর্ত্তী
চিত্রাঙ্কন : কবি দাসগুপ্ত
আলোক-সম্পাত : অনিল (১), মণ্টু, হেমন্ত, তারাপদ, ও অনিল (২)
রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপনা : অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়
গীতিকার : মোহিনী চৌধুরী
সম্পাদনা : অজিত দাস

সহকারীগণ—
পরিচালনা : মুরারী বসু, মোহিনী চৌধুরী ও কুবের বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রশিল্পী : কেষ্ট দাস
শব্দযন্ত্রী : জগৎ দাস, ধরণী রায়চৌধুরী
শিল্প-নির্দ্দেশক : গৌর পোদ্দার
রূপসজ্জা : দূর্গা ও অনাথ
ব্যবস্থাপনা : মনোরঞ্জন সেন
সুরশিল্পী : শৈলেশ রায়
সম্পাদনা : নির্ম্মলানন্দ মুখোপাধ্যায়

সুরশিল্পী : শৈলেশ দত্তগুপ্ত

: বহির্দৃশ্য :
ফিল্ম্‌ সার্ভিস্

: আবহ-সঙ্গীত :
সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা

—••: ভূমিকায় :••—

ছবি বিশ্বাস, রবীন মজুমদার, মঞ্জু দে, তুলসী লাহিড়ী, মহেন্দ্র গুপ্ত, মাষ্টার সুখেন, অপর্ণা দেবী, করবী গুপ্তা, ভূপেন চক্রবর্ত্তী, প্রমোদ গাঙ্গুলী, নবদ্বীপ হালদার, আশু বোস, শ্রীকণ্ঠ, অনাদি, সূর্য্যকান্ত ঘোষ, অনিল, মাঃ অলোক, মাঃ কুমার, সুবল, কাল্লু, মোনা, ধীরেন, গঙ্গা দেবী, যমুনা দেবী, আনন্দ দেবী প্রভৃতি।

★

[ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং ইন্দ্রপুরী-সিনে-ল্যাবরেটরী হইতে প্রস্ফুটিত।

পরিবেশক : ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিক্‌চার্স লিঃ
৬নং লুকাস লেন, কলিকাতা—১

বাঙলার নারী (গল্পাংশ)

নিস্তব্ধ প্রেক্ষাগৃহ। ভ্রাম্যমান নাট্য-সম্প্রদায় অভিনয় করছে 'সিরাজদ্দৌল্লা' নাটক। হঠাৎ একটি গুলির আওয়াজে ব্যহত হল স্তব্ধতা। এ-গুলি ক্লাইভের নয়, মীরজাফরেরও নয়—এ-গুলি, সত্যিকারের পুলিশের গুলি, লক্ষ্য বাংলার বিপ্লবী নেতা ভূপতিনাথ। পুলিশ তাকে গুলিতে আহত করে, গ্রেপ্তার করল। সাজা হল—দীপান্তর।

যাবার আগে, চার বছরের কন্যা ভারতীকে বাল্যবন্ধু মাষ্টারের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন ভূপতিনাথ।

ফিরে এলেন চোদ্দ বছর বাদে। তখন এ-দেশ স্বাধীন এবং সেই সঙ্গে বিভক্তও।

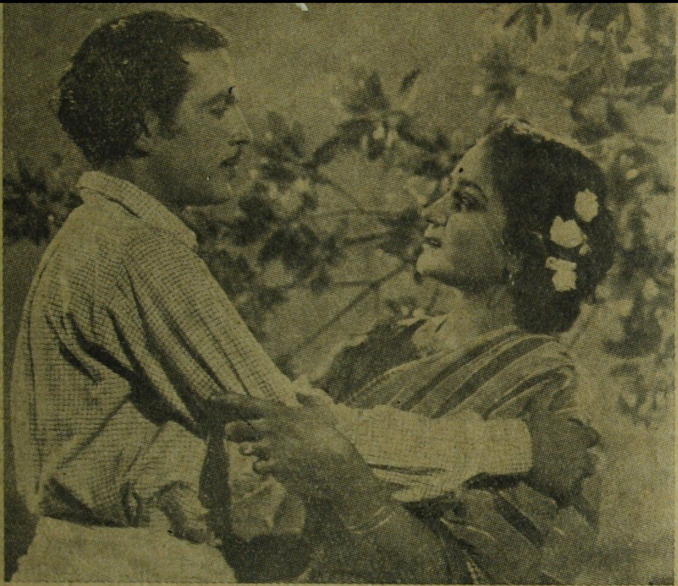

বাঁকুড়ায় 'পলাশ-ডাঙ্গা উদ্বাস্তু উপনিবেশ'-এ খোঁজ করতে করতে পেলেন মেয়েকে, সে-মেয়ে তখন পুরোদস্তুর মহিলা, ভারতী, এবং বাল্যবন্ধু মাষ্টারকে। আর, ভারতী পরিচয় করিয়ে দিলো আরেকজনের সঙ্গে তার বাবার——সে হল চরণ, ভারতীর বাল্যসাথী।

ভূপতিনাথ গিয়ে যখন দাঁড়ালেন সেখানে তখন জমিদারের দ্বিতীয়া স্ত্রী নোতুন ম্যানেজারকে দিয়ে উদ্বাস্তুদের উপর ওঠে যাবার আদেশ করেছে জারী।

বিক্ষুব্ধ জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ল জমিদার বাড়ীর বন্ধ দরজার ওপর। কিন্তু প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে বন্দুক। এমন সময় ঝড়ের মত এলো ভারতী। বন্দুক উপেক্ষা করে অন্দরে ঢুকলো, দাবী করলো কৈফিয়ত। দূরে দাঁড়িয়ে দেখলেন জমিদারের সেই দ্বিতীয়া স্ত্রী। কিছু বল্লেন না, শুধু ভাবলেন যদি কেউ তার বিপথগামী দাদাকে ফিরিয়ে আনতে পারে, ত, তা পারবে, এমনি একটি মেয়েই।

তিনি বল্লেন উদ্বাস্তুদের, যে, যদি ভারতী বিয়ে করে তার দাদাকে, তাহলে ছেড়ে দেবেন তিনি জমি।

বাবা, মাষ্টার, কেউ রাজি হল না। শুধু ভারতী বল্লে, আমার জন্যে যদি এতগুলো লোক বাঁচে, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের বাচাতে হবে।

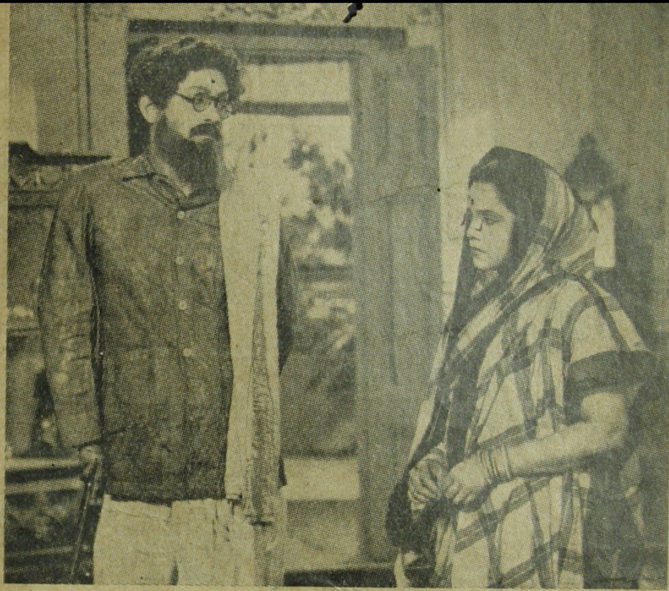

বিয়ে হল। কিন্তু শুধু বিয়েই হল। সহধর্মিনী হতে পারলো সে কই। স্বপত্নীপুত্র রাজার শিক্ষয়িত্রী হতে চায় সংসারের কর্ত্রী। স্বামী তাকে দেয় প্রশ্রয়। জমিদার পত্নীর সঙ্গেও বাধে বিরোধ।

ভারতী বলে, তোমার দাদা খেয়ালী। এদিকে সে তার আগের স্ত্রীর ছবিতে মালা দেয়; একই সঙ্গে আবার ধাওয়া করে পর-রমনী মাষ্টারনীর পেছনে।

জমিদার-গিন্নী প্রতিশোধ নিতে চায় ভারতীর ওপর। জালিয়ে দেয় পলাশ-ডাঙার গাঁ। কন্যার ওপর রাগ করে, শাস্তি দেয় পিতা ভূপতিনাথকে। আগুণে আত্মাহুতি দেন তিনি।

চরণ আসে খবর দিতে। সন্দেহ করে স্বামী। গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয় ভারতী।

পলাশ ডাঙায় এসে শেষ বারের মতও দেখতে পেলো না তার বাবাকে। গৃহহারা, আশ্রয়হারা ভারতীর অজ্ঞাতবাস বুঝি শেষ হবে না।

ভারতীর স্বামীর মনে আসে এতদিনের পাপের প্রতিক্রিয়া। চোখের জলে ভাসে, অনুতাপের অশ্রুজলে। ভারতী যে-ঘরে নেই, সে-ঘরে আজ সেও থাকতে পারে না।

ভারতীর অজ্ঞাতবাস কী শেষ হয়? স্বামী কী ফিরে পায় স্ত্রীকে?

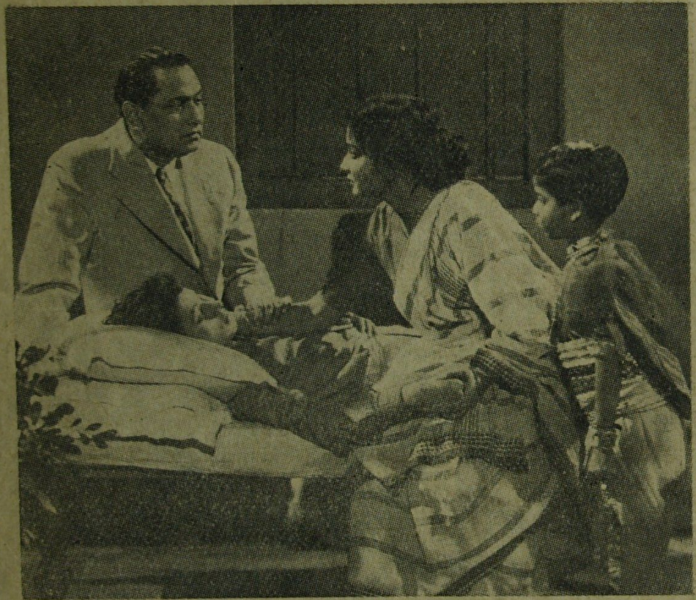

—ঃ সঙ্গীতাংশ ঃ—

(১)

এই কাঁকর মাটির দেশে
মোরা এসে সোনা ফলালাম।
কত আঁখির ধারা ঢেলে
পায়ে ফেলে কত মাথার ঘাম।
আমার ছিল আগুণ বুকে ঢাকা
আমার ছিল ফাগুন মধু মাখা।
হেথা, আবার নতুন করে'
তুলি গড়ে, ফেলে আসা গ্রাম।
আসুক ভরা জোয়ার মরা গাঙে,
মনের কারা দুয়ার যেন ভাঙে,
মোরা জীবন দেবতারে
বারে বারে জানাব প্রনাম।।

(২)

এদেশেরি ঘরে ঘরে
কাঁদে বধু কাঁদে মেয়ে
জানি জানি মোর ব্যথা
বেশী নহে কারো চেয়ে।
দুখে বুক যদি ভেঙ্গে যায়
মুখে কথা নাহি সরে হায়
ঝরে শুধু আঁখি ধারা
ভীরু দুটী আঁখি বেয়ে।
যুগে যুগে যত নারী
দিল সেবা দিল স্নেহ
কি বেদনা পেলো তারা
সে কথা কি জানে কেহ।
যেথা ভালোবাসা দিয়ে যাই
সেথা অবহেলা শুধু পাই
দীপশিখা দহে তবু
পতঙ্গিনী আসে ধেয়ে।

(৩)

যে দুঃখ দিয়ে চক্ষে আমার
অশ্রু ঝরালো
মোর শুন্য হৃদয় তারই পায়ে
বাঁধন জড়ালো।
জানি, অগ্নি মালার জ্বালায় শুধু
জ্বলবে আমার প্রাণ
হায় এই দেশেরই মেয়ের ডাকে
বধির ভগবান
তাই ভাগ্যহীনা দীর্ঘশ্বাসে
ভুবন ভরালো।
কোন অন্ধকারায় কাঁদছে নারী
দেখবে নাকি কেউ
আজো আন্‌বে নাকি আশার জোয়ার
মুক্ত আলোর ঢেউ
বলো সব প্রাণে কি একটি প্রাণের
কাঁদন ছড়ালো।।

আ মা দে র পরিবেশনাধীন চিত্রাবলী !!

★

১। নারীর রূপ
২। নিরুদ্দেশ
৩। সন্ধ্যা-বেলার রূপকথা
৪। নি য় তি
৫। ক্ষুদিরাম
৬। হানাবাড়ী
৭। মহারাজা নন্দকুমার
৮। লা খ টা কা
৯। ময়লা কাগজ

★

ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্‌
পিকচার্স লিঃ, কলিকাতা-১

প্রভু: (সুখ স্মৃতি ঃ—

টিম্কোর “চা”

টি মার্কেটীং কোং অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ

ভারতীয় চায়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ঃ—

সেণ্ট্রাল ডিপোঃ-
২৩।২৪ রাধা বাজার ষ্ট্রীট

ব্রাঞ্চঃ-
৫৮ বেলতলা রোড,
কলিকাতা

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ পিকচার্স লিমিটেডের পক্ষ হইতে
সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১০৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা
রাইজিং আর্ট কটেজ হইতে মুদ্রিত।